(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সহকারী পরিচালক (পলিসি-২)
www.dpe.gov.bd
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

জরুরি
সীমিত

স্মারক নম্বর: ৩৮.০১.০০০০.৪০০.০৮.০০৫.২১.৭০

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪২৮
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয়: **কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠদান কার্যক্রম পুনঃ চালুকরণ ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা।**

এই নির্দেশিকাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সকল সুবিধাভোগী এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রযোজ্য। কোভিড-১৯ কালীন সরাসরি বিদ্যালয় কার্যক্রম ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত (প্রায় ১৭ মাস) বন্ধ থাকায় পাঠদান কার্যক্রম পুনরায় চালুকরণে সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবক ও সমাজের সকলের মঙ্গল এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকারের ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতিসহ তাদের মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তা হ্রাসের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

এই নির্দেশনা প্রণয়নকালে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির পরামর্শসহ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের ৩৮.০০.০০০০.০১৪.১৪.২০৯.২০-৪৬ নং স্মারকে জারিকৃত নির্দেশনা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত কোভিড-১৯ প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে।

**উদ্দেশ্য**: এই নির্দেশনাটির মূল উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। বিদ্যালয় পরিচালনা কার্যক্রম নিরাপদ করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে।

1. *বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ*
2. *স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও মনিটরিং*
3. *অবহিতকরণ ও প্রচারণা*
4. *স্কুলে আগমন ও বহির্গমন*
5. *আসন ব্যবস্থা ও শ্রেণি কার্যক্রম*

## *১। বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ:*

১.১ উপকরণ সংগ্রহ: স্কুল পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লিখিত উপকরণসমূহ সংগ্রহ করতে হবে। ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, কটন কাপড়ের মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, টিস্যু, সাবান/ডিটারজেন্ট/হ্যান্ডওয়াশ, নিরাপদ পানির উৎস (কল বা প্রবহমান পানি), আবর্জনা ফেলার পাত্র, জীবাণুনাশক, আসবাবপত্র ও দরজা জানালা মোছার ডাস্টার/কাপড়, পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির বাধ্যতামূলক ব্যবহারের জন্য গ্লাভস ও গামবুট।

১.২ বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার, আঙিনা/মাঠ, অফিসকক্ষ, শ্রেণীকক্ষ, টয়লেট ও ওয়াশব্লকের দরজা-জানালার হাতল, গ্রীল, পানির কল, ফ্লোর, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ-বোর্ড-শিখন উপকরণ, মগ-বালতি-বদনা, জগ-কাপ-পিরিচ-প্লেট ইত্যাদি জীবাণুমুক্তকরণসহ প্রতিদিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতি শিফটে) পরিচ্ছন্নকরণ।

১.৩ শিক্ষকদের অফিসকক্ষে চেয়ারসমূহ কমপক্ষে ৩ফুট দূরত্বে স্থাপন করতে হবে। দু'টি চেয়ার স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত হয়।

১.৪ শ্রেণীকক্ষে পাশাপাশি ও সামনে পেছনে বেঞ্চসমূহ কমপক্ষে ৩ফুট দূরত্বে স্থাপন করতে হবে। সম্ভব হলে দু'টি বেঞ্চের মাঝে এমন প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করতে হবে যা উভয় বেঞ্চকে নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে সহায়ক হয়।

১.৫ শ্রেণিকক্ষসমূহে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করতে শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে দরজা-জানালা খোলা রাখতে হবে।

১.৬ যেসকল বিদ্যালয় আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

১.৭ কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হলে প্রয়োজনে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

***২। স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ:***

২.১ শিক্ষক-কর্মচারী-এসএমসি সদস্যদের জন্য একটি এবং শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের জন্য আরেকটি স্বাস্থ্য তথ্য সংরক্ষণ রেজিস্টার প্রস্তুত করতে হবে।

২.২ রেজিস্টারে প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মচারী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকের জন্য পৃথক পৃষ্ঠা বরাদ্দ করতে হবে এবং রেজিস্টারের শুরুতে পৃষ্ঠা নম্বর অনুযায়ী ইনডেক্স তৈরি করতে হবে।

২.৩ রেজিস্টারের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারী-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কোভিড সংক্রমণ স্ট্যাটাসসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য তথ্য (যেমন: সংক্রমিত হলে সময়কাল, প্রতি ডোজ টিকা গ্রহণের তারিখ, বিশেষ কোন রোগ বা শারীরিক অবস্থার তথ্য, তারিখসহ কোভিড লক্ষণ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য স্বাস্থ্য তথ্য) সংরক্ষণসহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

২.৪ শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকসহ পরিবারের টিকা গ্রহণোপযোগী সদস্যদের টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২.৫ সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বাস্থ্যকর্মী, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং নিকটবর্তী কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রের যোগাযোগের নম্বরসমূহ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে।

***৩। অবহিতকরণ ও প্রচারণা:***

৩.১ উপকরণ ও উপায়: স্বাস্থ্যবিধির সংযুক্ত "করণীয়" ও "বর্জনীয়" তথ্য সম্বলিত হাতে লেখা/আঁকা পোস্টার/নির্দেশিকা/তথ্যচিত্র, শ্রেণিকক্ষে অবহিতকরণ, গুগল মিট/জুম সভা, মেসেঞ্জার/ইমো/হোয়াটস অ্যাপ কনফারেন্স কল, এসএমএস/টেক্সট মেসেজ/ইমেজ মেসেজ ইত্যাদি।

৩.২ বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম শুরুর দিনের পূর্বেই অভিভাবকদের নিয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এবং বিদ্যালয় খোলার দিনে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য অবহিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩ অবহিতকরণের সময়ে বিদ্যালয় চলাকালীন স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে "করণীয়" ও "বর্জনীয়"সমূহ, সঠিকভাবে মাস্ক পরিধানের নিয়মাবলি, শারীরিক দূরত্ব, হাত ধোয়া ও হাঁচি-কাশি বিষয়ক শিষ্টাচার, সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার, অসুস্থদের জন্য করণীয়, নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণের অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে।

৩.৪ কোন অসুস্থ শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে পাঠানো যাবে না এবং এবিষয়ে অভিভাবকগণকে অনুরোধ করতে হবে। অসুস্থ শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষতিকর দিকসমূহ সুস্পষ্টভাবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে।

৩.৫ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবাণুমুক্তকরণের প্রক্রিয়া অবহিত করতে হবে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কাজের

সময় মাস্ক, গ্লাভস ও গামবুট পরিধানের বিষয়টি প্রধান শিক্ষককে নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৬ পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ/কোভিড আক্রান্ত হলে গৃহীতব্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় টেস্ট করার যোগাযোগসহ তাদের শুশ্রুষার নির্দেশনাও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে।

৩.৭ পরিবারের কোন সদস্যের অসুস্থতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক প্রযোজ্য প্রমাণকসহ (যেমন: টেস্ট রিপোর্ট) ইমেইলে অসুস্থতার তথ্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন এবং শিক্ষার্থী ফোনে অবহিত করবেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেজিস্টারে রেকর্ডসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে ১৪ দিন সঙ্গনিরোধে বাসায়/কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করবেন।

### *৪। বিদ্যালয়ে আগমন/বহির্গমন:*

৪.১ বিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় শ্রেণী কার্যক্রম ব্যতিরেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের কোন ধরনের সমাবেশ করা যাবে না।

৪.২ বিদ্যালয়ের প্রবেশপথ (সম্ভব হলে) প্রশস্ত রাখতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শ্রেণী কার্যক্রম শুরু এবং ছুটির সময়ে একাধিক প্রবেশপথ উন্মুক্ত রাখতে হবে।

৪.৩ প্রবেশ গেটে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে (কিউতে/লাইনে) প্রবেশের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.৪ সারিবদ্ধভাবে প্রবেশের সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর/শিক্ষকের শরীরের তাপমাত্রা শিক্ষকবৃন্দ পর্যায়ক্রমে ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে পরিমাপ করবেন। স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাপমাত্রা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/শিক্ষককে সারি থেকে আলাদা করে বাড়িতে প্রেরণ করতে হবে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ পর্যবেক্ষণে (মনিটরিংয়ে) রাখতে হবে।

৪.৫ প্রবেশপথের সারিতে এবং বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে সার্বক্ষণিকভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী-শিক্ষকের নাক ও মুখ আবৃতকারী যথাযথ মাপের কাপড়ের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৬ বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাত সাবান দিয়ে ধৌতকরণ/ জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৭ শ্রেণিকার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থী ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের স্কুলে প্রবেশ নিরুৎসাহিত করতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রবেশকারী সকল ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দ্বারা তাপমাত্রা মেপে শুধুমাত্র স্বাভাবিক তাপমাত্রা পেলেই প্রবেশ করতে দেয়া হবে।

### *৫। আসন ব্যবস্থা ও শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা:*

৫.১ দৈনিক সমাবেশ বন্ধ রেখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিরাপদ দূরত্ব রেখে নিজ আসনে সীমিত পরিসরে হালকা শারীরিক কসরৎ (পিটি) অনুশীলন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শ্বাসকষ্ট অনুভবের বিষয়ে সচেতন থেকে প্রয়োজনে শারীরিক কসরৎ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

৫.২ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পরস্পর থেকে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিতে জিগজ্যাগ (Zigzag) বা Z-প্যাটার্ণে আসন বিন্যাস করে প্রতি বেঞ্চে একজন শিক্ষার্থীকে বসাতে হবে। শারীরিক দূরত্ব রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে একই শ্রেণিকে একাধিক গ্রুপে ভাগ করে একাধিক কক্ষে ও একাধিক শিক্ষকের সহায়তায় পাঠদান করতে হবে।

৫.৩ পরবর্তী নির্দেশনাপ্রাপ্তি পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

৫.৪ পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম প্রতি পাঠদিবসে পরিচালিত হবে। পুনরায় নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অন্যান্য শ্রেণি সপ্তাহে একদিন করে বিদ্যালয়ে আসবে।

৫.৫ একইদিনে একইসময় সর্বোচ্চ দুইটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার ব্যবস্থা রেখে টিফিন বিরতি ব্যতীত শ্রেণি কার্যক্রম চলবে। সর্বোচ্চ তিনঘণ্টার মধ্যে শ্রেণী কার্যক্রম শেষ করতে হবে।

৫.৬ শ্রেণিকক্ষ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় শারীরিক দুরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাধিক

শিফট কিংবা সপ্তাহের একেকদিন একেক শ্রেণির বা সর্বোচ্চ দুইটি শ্রেণির পাঠদানের ব্যবস্থা রেখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয়ভাবে হালনাগাদকৃত পাঠদানসূচী অনুসরণ করবে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সম্ভব হলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে স্থানীয়ভাবে পাঠদান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাবে।

৫.৭ শ্রেণি কার্যক্রমে গ্রুপ-ওয়ার্ক (group work) ও পেয়ার-ওয়ার্কের (pair work) মত সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টিকারী শিখনকার্য আপাতত পরিহার করতে হবে।

৫.৮ শিক্ষকবৃন্দ মাস্ক পরিধান করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্য পরিচালনা করবেন এবং শ্রেণিকক্ষে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করবেন।

৫.৯ বিদ্যালয়ে প্রবেশের পরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রয়োজনীয় পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা শেষে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সারিবদ্ধভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ত্যাগ নিশ্চিত করতে হবে। সকল শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের একত্রে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি থেকে বিরত রাখতে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পর্যায়ক্রমে একের পর এক কক্ষের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকা ত্যাগ করাতে হবে।

৫.১০ একাধিক শিফটে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হলে পূর্ববর্তী শিফটের পাঠদান সমাপ্তি ও পরবর্তী শিফটের পাঠদান শুরুর মাঝে কমপক্ষে ৩০ মিনিটের বিরতি রেখে বিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় জনাসমাগম প্রতিরোধ করতে হবে।

৫.১১ একই গ্লাসে পানি পান থেকে বিরত রাখতে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনবোধে বাড়ি থেকে পানি পানের বোতল নিয়ে বিদ্যালয়ে আসবে।

৫.১২ শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি ঘরে বসে শিখি, বাংলাদেশ বেতার ও সংসদ টেলিভিশনে পাঠদান কার্যক্রম, গুগল মীট (Google Meet)-এর মাধ্যমে অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম ক্লাস রুটিনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অব্যাহত রাখতে হবে।

৫.১৩ যেসকল শিক্ষার্থী নিজের বা পরিবারের সদস্যদের কোভিড লক্ষণ/আক্রান্তের কারণে বিদ্যালয়ে আসতে পারবে না তারা ঘরে বসে শিখি এবং অনলাইন পাঠদানে অংশগ্রহণ করবে।

৫.১৪ যেসকল শিক্ষার্থী নিজের বা পরিবারের সদস্যদের কোভিড লক্ষণ/আক্রান্তের কারণে বিদ্যালয়ে আসতে পারবে না তাদেরকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

৫.১৫ কোন এলাকায় কোভিড সংক্রমণের হার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নির্দেশিত বিপদসীমা অতিক্রম করলে উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি তাৎক্ষনিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনকে অবহিত রেখে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পাঠদান কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করবে।

৫.১৬ উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত ২৩ সেপ্টেম্বর,২০২০ তারিখের স্মারক নং ৩৮.০০.০০০০.০১৪.১৪.২০৯.২০-৪৬ অনুযায়ী নির্দেশিকাও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিপালন করতে হবে।

১০-৯-২০২১
আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

বিতরণ :

১) বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা
২) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)
৩) পিটিআই সুপারিনটেন্ডেন্ট, (সকল)
৪) উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, (সকল)
৫) ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার (সকল)

স্মারক নম্বর: ৩৮.০১.০০০০.৪০০.০৮.০০৫.২১.৭০/১(৫১৪)

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪২৮
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২) মহাপরিচালক , জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)

৩) পরিচালক (সকল)

৪) জেলা প্রশাসক (সকল)

৫) সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)

৭) অফিস কপি।

১০-৯-২০২১
আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)